ভালো গল্পে আবর্তন ও প্রদক্ষিণ গতি

সাধন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ভালো গল্পের ফর্দটি বেশ লম্বা। রবীন্দ্রনাথ থেকে দু হাজার পাঁচ সন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লিখিত গল্প। যেমন কালের গর্ভে হারিয়েছে বহু, পাঠকের স্মৃতির ঘাটে বাঁধা আছে বেশ কিছু। আবার এমনও হচ্ছে, কৈশোর বা যৌবনে যে - গল্প 'দাণ'বলে পাঠক চমৎকৃত, পরিণত বয়সে পুনঃপাঠে কেমন জোলো, অতিনাটকীয় বা কালাতিপাতদুষ্ট মনে করছে। যে গল্প অতীতে তেমন মর্যাদা পায়নি, দেখা যাচ্ছে বর্তমানে এসে কৌলীন্য সমাদরে ক্রমশ উজ্জ্বল। আবার, সংখ্যায় খুবই অ াঙুলগোনা গল্প খুঁজে পাব, যা মূল্যায়নের ওঠা - নামার সীমা ছাড়া চিরখ্যাতির কোঠায় স্থিত। কেন এমন হয়? যুগে যুগে পাঠকের চি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভালোলাগার মাপকাঠি বদল হয় বলে?

আমাদের ছোটেবেলায় সমরেশ বসুর কিমলিস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টোপ, সুবোধ ঘোষের গোত্রান্তর, মানিক বন্দ্যে াপাধ্যায়ের ছোটবকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাতজামাই, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে আখড়াইএর দীঘি, বিভূতিভূষণের র দপোকাকা, অচিন্ত্য সেনগুপ্তর কাঠ খড় কেরোসিন, প্রেমেন্দ্র মিত্রর সংসার সীমান্তে অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। উত্তর ছোটোগল্প বলতে পূর্বসূরিরা এগুলো তুলে ধরতেন আমাদের কাছে এবং সবগুলোই আমাদের স্মৃতিতে মিথ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে, গল্পগুলো পুনঃপাঠে তেমন যেন রোমাঞ্চিত হচ্ছি না। ভালো গল্প তো বটেই, কিন্তু বিষয় ও নির্মাণের ভেতরে ভেতরে এমন খড় - মাটির চিহ্ যেন দেখতে পাচ্ছি। কোথায় এসে গল্পগুলো যেন 'সীমাবদ্ধ' হয়ে গেছে। এবং আম াদের অর্জিত বোধ ও অভিজ্ঞতা গল্পগুলো থেকে আর উদ্দীপনা শুষে নিতে পারছে না। আমি এ- তালিকায় রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলিওয়ালা বা ছুটি-র মতো গল্পকেও বিনীতভাবে যুক্ত করতে পারি।

আবার বেশ কিছু বাংলা গল্প এ - বয়সে ফিরে পড়তে গিয়ে বোধ করছি, আমার চারপাশের বাস্তবতা ও সামাজিক স াইকির লক্ষণ যেন ঝিলিক দিচ্ছে কাহিনি, চরিত্র এবং নীরব কৌতুক ও বাঙ্গের আবরণে। কালগত পার্থক্যে, সে - সব গল্পের ভাষা, নির্মাণ, কাহিনির সংহতি খুব যে আধুনিকধর্মী --- এমন না হলেও, আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের বেশ কিছু বিশেষ লক্ষণ সেখানে উপস্থিতআমাদের অভিজ্ঞতা, আধুনিক জটিলতা যেন বাঁকানো ভঙ্গিতে লিবিপদ্ধ হয়েছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, রমেশ সেন থেকে দীপেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রিয় ঘোষ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু গল্প যেন নতুন ভাবে ভালো লাগে। মনে হয়, প্রাথমিক পাঠে গল্পগুলোর মধ্যে মাত্রাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা ক'জন সাধারণ - পাঠক রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী -র মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পেতাম? এমনকী তাঁর চিত্রকর গল্পটির নামই বা ক'জন মনে রেখেছি? অথচ, কেনা - বেচার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যখন আমর া নানা আলোচনাসভায় মাইক ফাটাচ্ছি , চিত্রকর গল্পটি উলটে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করি না।

আর কিছু গল্প এ-সবের ঊর্ধে ধ্রুপদি হয়ে থাকে। ধ্রুপদি বলতে চিরকালীনতার কথা হচ্ছে না ;দীর্ঘ কালখণ্ডে আমাদের যা প্রাণিত করবে। পোষ্টমাস্টার, এক রাত্রি, নষ্টনীড়, প্রাগৈতিহাসিক, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পুঁইমাচা থেকে ফসিল, তাহ াদের কথা, আঙুরলতা, জটায়ু, পরী, গোঘ্ন হয়ে সাম্প্রতিকতম কাল পর্যন্ত ফর্দটি খুব ছোটো নয়। অবশ্যই আমার মত ামত বস্তানিরপেক্ষ নয় । ভিন্নমত, বিশেষত গল্প নির্বাচনের নান্দনিক ও আর্থসামাজিক মাপকাঠিটি যুগে যুগে বদলায়। এবং বদলায় ভোক্তা বা পাঠকের অবস্থান, চি, অভিজ্ঞতার বিবর্তনে। প্রকৃতির নিয়মের মতোই সাহিত্যভুবনেও , নিঃশব্দ

মূল্যায়ন গড়ে উঠছে। কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, পুঁজি কিংবা সংগঠন এই গড়ে ওঠাকে দীর্ঘসময় ধরে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। এখানেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কেন এবং কোন লক্ষণ থাকলে আমরা গল্পকে ভালো, খারাপ বা চিরায়ত ভাগ করি? রসবিচারে এমন তো সর্বজনীন গজকাঠি নেই?

লাট্টুর কেবল আবর্তন গতি; এবং পৃথিবীর আছে দুটো গতি -- আবর্তন ও প্রদক্ষিণ। তাই লাট্টু নির্দিষ্ট সময়ের পর দম হারিয়ে ছিটকে পড়ে, আর পৃথিবী ঘুরতেই থাকে। এমন একটা মোট ভঙ্গিতে বলা যায়, যে - গল্পে যুগপৎ দুটো গতি থাকে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে মাপকাঠিটি বদলাতে হয় যুগে যুগে। রসের যেমন বিচার হয় না বিজ্ঞানের ফর্মুলায়, তেমন সবটাই স্বতঃস্ফূর্ততায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে রসবিচারের প্রকৃষ্ট কিছু লক্ষণ নানা ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অনেকটা ত্রিপথগামী --- The spiritual, the literary and the musical, running concurrent in the writings ---এবং এই spiritual শব্দটি যে নিছক অধ্যাত্মবাদ নয়, গভীরভাবে উপলব্ধিধর্মী -- তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাহিত্য কেবল রসেরই কারবারী নয় যে, এ-কথা ভারতবর্ষ বহুকাল আগেই বারবার উচ্চারণ করেছে। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়ের মতো মননচর্চার সঙ্গে রসের সংযোগ অবশ্য বাঞ্ছনীয়। 'Thus co – ordinated These fourfold approaches to the highest truth became gradual steps leading up to the inner temple lies enshrined the Eternal Attractor in non – material, blissfully intelligent existence, Capable of realization.' (Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya : Janardan Chakraborty). ধ্রুপদি সাহিত্য বলতে 'Intelligent existence, Capable of relaxation' মূলমন্ত্রটিকেই বোঝায়। Realization শব্দটি খুবই গুত্বপূর্ণ। এরই খাঁটিত্ব ও গভীরতার তারতম্য লেখকদের নানা পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে দেয় মহাকাল।

এমন কিছু ভাবনা উসকে দিল সাম্প্রতিক চার গল্পকারের চারটি গল্পগ্রন্থ। অনিল ঘোষের প্রাদের উত্তরপুষ, স্বপন পাণ্ডারশীতসন্ধ্যার কথকতা, বাসব দাশগুপ্তর যাপন বৃত্তান্ত, ও প্রদীপ সামন্তর মায়ানকশা। দশক বিচারের চলতি ফ্যাশনে, এঁরা কেউ আশির দশকের, কেউ কেউ নববই। প্রত্যেকেই লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে লেখেন। ঘনিষ্ঠ কিছু লেখক এবং ছোট্ট পাঠক - বৃত্ত ছাড়া এঁদের নামই হয়তো বৃহৎ - পাঠক জানে না। যে - জাতির আপন মাতৃভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রচারের আলো ব্যতীত, খাঁটি ও নিভৃত দুঃখবোধ নেই, তাঁদের কাছে কী -ই বা প্রত্যাশা করা যায়।

অনিলের গল্পগ্রন্থে মোট আটটি গল্প। এর মধ্যে রাস্তা, মহিষ সংক্রান্ত একটি অ - প্রাচীন গল্প অবশ্যই উৎকৃষ্ট বাংলা গল্পের গৌরব যুক্ত হবে। অনিলের কলমে আছে অসাধারণ প্রসাদগুণ। যেন আধুনিক রূপকথা গুনগুন করে বলে যাচ্ছেন লেখক। বসিরহাট, ইচ্ছামতি, সুন্দরবনের কাছঘেঁষা অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষ, খুবই ছোটেখাটো সুখ - দুঃখ - প্রশান্তির কথা অনিলের গল্পে আলো করে আছে। ওর লেখার মুনশিয়ানা কখনোই বাক্যগঠন, ভাষা, উপস্থাপনা অর্থাৎ নির্মাণকৌশলে বাহ্যালংকার হয়ে নেই। টের পাওয়া যায় না অথচ মনের তারে গোপন ধবনি বাজতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রয়েছ তুমি এ কথা কবে / জীবন - মাঝে সহজ হবে/ আপনি কবে তোমারি নাম / ধবনিবে সব কাজে।'

সহজ ভাবে ধবনিয়া যাওয়াটা যেন ওর গল্পের মূলমন্ত্র।

প্রবন্ধ, রূপকথাকে গল্পের শরীর - বোধ রক্ত - মজ্জার মতো মিশিয়ে দেয়ার সহজ ক্ষমতায় অনিল সিদ্ধ। বরঞ্চ অনিল যখন সচেতনভাবে নির্মাণে কিছু বলতে চায়, ফুল গল্পটি যেমন, মনে হয় শিল্প অভিমান করে যেন। মানুষের কথা শোনাতে গিয়ে, সময় ও সমাজবিজ্ঞান, দেশ ও ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই অস্পষ্ট হয়ে যায় না। পরিস্থিতি তৈরি করার রীতি - নীতি কত অনায়াসে তাঁর কলমেআসে, রাস্তা গল্পের কালী সর্দার সে - সবের প্রমাণ। ওর গল্পে music আছে, মাটির বেহালার সুরে, ওর গল্পে মননের দীপ্তি আছে। অথচ স্নিগ্ধ ও পরিবর্তনশীল বাংলার 'জনগণ' বলতে যা বোঝায় তাদের রূপকথা আধুনিক হয়ে উঠেছে। অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ -র মতো কাহিনি ওর কলমে কী সুখপাঠ্যতায়, গভীর উপলব্ধিতে পাঠকের মনকে আবেশিত করেছে। এ - গল্পকার যখন অনাদৃত, অপুরস্কৃত থাকেন তখন নিজেদের ভণ্ড অথবা লাঞ্ছিত বোধ হয় বেশি - বেশি। কম - বেশি ভণ্ডামি সর্বকালেরই লক্ষণ। কিন্তু এমন দেউলিয়াপনা, এমন খোলাখুলি স্বজনপোষণ, এমন স্বেচ্ছাচার ও কত ভিজা এঁটচুলিপনা দিয়ে গুণ - মানের অপমান সর্বকালের রেকর্ড গড়তে চলেছে। তাই অনিল ঘোষ আশির লেখক বলে উপেক্ষা দীর্ঘকালবইছে, স্বপ্ন, বাসব কিংবা প্রদীপ নববইয়ের গল্পকার কিনা, জানেন না কী অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। অথচ, প্রত্যেকেই আপন বৈভবে ধনী। কোনো পিঠ চাপড়ানো স্তোকবাক্য নয়, গ্রন্থগুলিই প্রমাণ।

স্বপনের শিক্ষিত, পরিশীলিত নাগরিক মনন, শব্দ নির্বাচন থেকে আখ্যান রচনার খুঁটিনাটিকে একটি নিখুঁতত্ব দান করেছে। শীতসন্ধ্যার কথকতা শেষ করলে মনে হবে, এ - লেখক এমন যাদু জানেন, যা দিয়ে দৈনন্দিন, পারিপার্শ্বকে অপরিচিত করে তোলা যায়। অচেনা, অপরিচয়ের মধ্যে যে আনন্দ, শিল্পে তার বাড়তি পাওনা আছে। এ - বড়ো কঠিন কাজ। পাঠকের অচেনা অজানা ভুবন নিয়ে আখ্যান রচনা সহজ। কিন্তু প্রতিদিনের দেখা জগৎকে অচেনা অজানা করে তোলা, খুব সরল কর্ম নয়। ঝুলনকুমারীর পতিগৃহে যাত্রাবাশীতসন্ধ্যার বর্ণমালা কি অতিথি সৎকার বিষয়ক গল্প - এ পটভূমি ও চরিত্র নগরের অথবা প্রসারিত, গ্রামগ্রাসী নগরের। আমরা তো এখানেই দৈনন্দিনের মালিন্যে বাস করছি। তবু, স্বপনের কলমের বিশেষ ছোঁয়া বুঝতেই দিচ্ছে না রোজ আমরা এ - সবের মুখোমুখি হচ্ছি। শব্দ, প্রতীক ও কিছুটা ফ্যান্টাসির ছেঁ য়া দিয়ে দিয়ে স্বপন যে সুর বাজিয়ে দিয়েছে তা মাটির বেহালা নয়, ধাতুরই কোনো যন্ত্র, যা কৌতুকে, ছদ্মবেশে, আড়াল নির্মাণ করে, কল্পনীয় জারকে রসস্থিত। না বলে নগরবৃত্ত -এর মতো গল্পকে স্রেফ মুনশিয়ানার জোরে মামুলি সংবাদপত্রের খবর থেকে উদ্ধার করে, আমাদের বোধকে এমন একটি ফোকাসে আলোকিত করেছে, গোর্কির পীত দৈত্য -এর কথামনে করায়। এটা দাঙ্গা ও ঘৃণা বিধবস্ত শহর আর ওটা ছিল বিত্তলাঞ্ছিত, অমানবিক শহরের কথা। স্বপ্ন পাণ্ডা সূক্ষ্ম চি ও রসবে াধের লেখক। শব্দ ও বাক্য নির্মাণে ফাইনার সেন্স (সূক্ষ্ম উনুভব) কাজ করে। ও জানেন কী ভাবে বস্তুকে নিছক বস্তুত্ব থেকে তুলে দুটো ডানাপরিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়।

বাসব দাশগুপ্ত অবশ্য আশির দশকের খ্যাতনামা কবি। ওর পোড়া অক্ষরের কবিতা পড়ে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলাম। গল্পই লিখছেন ইদানীং। বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিনে, উত্তর বাংলা ও দক্ষিণে, ওর গল্প ছাপা হচ্ছে। যাপন বৃত্তান্ত প্রথম গল্পগ্রন্থ। চারজনের মধ্যে অনিল ঘোষ ছাড়া, বাকি তিনজনেরই এটা পহেলা গ্রন্থ। মোট আটটি গল্প আছে। জীবনচত্র থেকে আত্মরাম ও তৃতীয়পক্ষ। । ওর গল্পে মজা হচ্ছে, কখন যে উড়াল দিয়ে বসবে, টের পাওয়া যায় না। জুতো গল্পের রিকশাওয়ালা কখন যে গৌণ হয়ে গিয়ে অঞ্চলটার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আত্রান্ত হল, পাঠক তৈরি ছিল না। ফলে ধাক্কাট া বেশ ভালো থেরাপির কাছ করেছে। কৌমুদি জাগর বাসবের গল্পলেখার পথের একটি মাইলস্টোন। সংস্কার, বিশ্বাস, ব াস্তব, ও পরাবাস্তবতায় আলোছায়া মেখে গল্পটি আমাদের বিমুগ্ধ বিস্মিত করে। আখ্যানে গল্পের ধারাটিকে বাসব প্রাধান্য দেন। এই মান্যতা উল্লিখিত চার লেখকেরই বৈশিষ্ট্য। অথচ, কাহিনি রেখা কিছুটা গিয়েই এমন একটি জগতে ঢোকে, যা অ ার নিছক ঘটনা বা তথ্য হয়ে থাকছে না। সময় নিয়ে, সমাজ নিয়ে, সংঘাত - রাজনীতি, সংকট -- সব কিছুইআখ্যানে উঠে আসে এদের। নিষ্ফল পরীক্ষা - বাই নেই এদের। ফলে গল্প রসবিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দরজা খটখটায়। এটাই এ-সব লেখকদের কাছ থেকে নতুন পাঠক - প্রজন্মের প্রাপ্তি।

প্রদীপ সামন্ত যখন মায়ানকশা গল্প লেখেন, সারণ দত্তকে আমি - সর্বনাশের খোলসে ভরে কাহিনিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার দায়ভার দেয়। কিন্তু দিদিমার কাঁথা ও করপোরেট কালচারের থিসিস - অ্যান্টিথিসিস কখন যে গল্পের মাত্রা ঘুরিয়ে দেয়, আমি এবং সারন তখন এহ বাহ্য গল্পটি দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্বক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রদীপের ফুল্লরার উপাখ্যান কিংবা মানিপ্ল্যান্ট পড়লে বোঝা যায়, প্রতীক ও কল্পভুবন নিয়ে কী অনায়াস ক্ষমতায় লেখক বিচরণ করতে সহজবোধ করেন। বিস্কুট, ছায় ামেঘ বা অলৌকিক পাখি পড়লে বোঝা যায়, লেখক কব্জিতে ক্ষমতা ধরেন, যেকোন তুচ্ছ ঘটনাকে আখ্যানে রূপান্তরিত করতে জানেন। ওর প্রতীক যে সর্বক্ষেত্রেই সফল বক্তব্যে রূপান্তরিত হয়, এমন নয়। এখানেই লেখকের কাছে পাঠকের নিরলস চর্চার প্রত্যাশা। নইলে যে - লেখক কল্পনাশক্তির পারদর্শিতায় ফুল্লরার উপাখ্যানে অদ্ভুত মায়া - বাস্তবতার খেলা দেখিয়েছেন, তিনি তো ছাড়পত্র নিয়েই গল্পলেখার জগতে প্রবেশ করেছেন। মনেরাখা দরকার, মায়া - বাস্তবতায় সার্থক সৃষ্টি নিছক বাস্তবতাতেই নয়, আমাদের চারপাশের বাস্তব থেকে তীব্র আবেগে উপলব্ধি করবার জন্য। এই টার্গেট - ব াস্তবটি হারিয়ে গেলে চলবে না।

সব বর্তমানের মধ্যেই হীনমন্যতা আছে যার যার অতীতের তুলনায়। এখন ভালো লেখা হচ্ছে না, আগে হত, আক্ষেপ অ ামরা রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পেয়েছি। তাই, বাংলা গল্প আর তেমন হচ্ছে না -র জবাব নতুনভাবে দেয়া বাহুল্য। আমি তো এ - চারজন ছাড়াও অনতিপরিচিত তণদের গল্পগ্রন্থে চমৎকৃত লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি অনেক। প্রসঙ্গত দুটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করব। যাও পাখি (অলোক পুষ্পপুত্র) এবং কড়ি চুম্বন (গৌতম দে)।

জনপ্রিয়তাটাই মুখ্য আরাধ্য যাদের, লেখার গৌরব গণ্য, তাদের ঝুলিতে অনেক শিরোপা জুটলেও, বাংলা সাহিত্যে বিদ্ধ

ধারাটি সম্প্রতি খুবই উজ্জ্বল ও পুষ্ট। সেখানে বিশেষ কারও উদয় - অস্ত ঘটে গেলেও, প্রবাহ সমৃদ্ধতরই হচ্ছে। এটাই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com